চিন্তাযুদ্ধ

উৎস। ইতিহাস। করণীয়।

মাওলানা ইসমাইল রেহান

মুফতি হারুনুর রশিদ অনূদিত
উসতাদ : ফাতাওয়া বিভাগ, জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
ইমাম ও খতিব : আন-নুর জামে মসজিদ, মীরহাজিরবাগ, ঢাকা

নাশাত

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي علي رسوله الكريم

পাঠকের হাতের বইটি 'ন্যযরিয়্যাতি জ্যঙ কে উসূল' গ্রন্থের ঝরঝরে সাবলীল এবং মূলানুগ বাংলা রূপ। বইয়ের মূল লেখক মাওলানা ইসমাইল রেহান। গবেষক ও চিন্তক গ্রন্থকার হিসেবে উর্দুভাষী পাঠকসমাজে এই মধ্যবয়সি মানুষটি নন্দিত এবং বরিত। ইসলামি ইতিহাস বিষয়ে 'তারিখে উম্মতে মুসলিমা' লিখে প্রশংসা কুড়িয়েছেন বিশ্ববরেণ্য আলিম ও ইসলামিক স্কলারদেরও। লেখকের মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী ইতিহাসগ্রন্থটি তার শেষবিন্দু স্পর্শ করুক - দোয়া করি!

পরসমাচার-

ইসলাম তার সূচনালগ্ন থেকেই চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক হামলার শিকার হয়ে আসছে। সেই নববি যুগেও একমাত্র সত্য দীনের অনুসারী মুসলমানদেরকে স্বস্তির শ্বাস ফেলতে দেয়নি ইহুদি-খ্রিষ্টান মুশরিক ও মুনাফিক-জোট। কিন্তু তাদের মোকাবেলায় রাসুলুল্লাহ সা. উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। এজন্য তাঁকে কোনোরূপ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে হত না। কারণ, তখন ছিল পুণ্যস্নাত ওহি-নাজিলের যুগ। ওরা যে চক্রান্তই করত, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রিয় নবীকে সে সম্পর্কে দ্রুতই অবহিত করতেন।

ফলে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ নাকানি-চুবানি কম খায়নি ওরা। লাঞ্ছনার খড়্গে কেটে কুচি কুচি হয়েছে বারবার। তবু—কথায় আছে—'স্বভাব যায় না মলে, খাছলত যায় না ধুলে'। ওরা বিদ্বেষ ও বৈরিতাবশত মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র ও বুদ্ধিবৃত্তিক হামলা অব্যাহত রেখেছে। তারই জের ধরে খ্রিষ্টানরা বৈশ্বিক পরিসরে দশ-দশবার ক্রুসেডযুদ্ধও বাধিয়েছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তার মধ্যে আটবারই পরাজিত হয়ে তারা বুঝতে পারে, তাওহিদ-অন্তপ্রাণ বীর কেশরীদের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে পেরে ওঠা সম্ভব নয়।

শেষমেশ সম্রাট নবম লুই (মৃত্যু ১২৭০) অন্তিমকালে পুরো খ্রিষ্টান জাতির উদ্দেশে একটি উপদেশনামা লিখিয়ে যান- তা আজও প্যারিসে সংরক্ষিত আছে—'আমরা দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের পরাজিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছি। ক্রুসেডযুদ্ধের ধারাবাহিকতা যুগ যুগ ধরে চলছে। কিন্তু আমরা বিজয়ী হতে পারছি না। কারণ, মুসলমানদের আক্রমণ করার পর তাদের মধ্যে এমন চেতনার দাবাগ্নি জ্বলে ওঠে, যার প্রতিরোধ অসম্ভব হয়ে যায়। এই চেতনার আগুন প্রতিরোধ করার জন্য এখন অন্য উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা উচিত। আর তার কৌশল একটাই তা হল, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তার জগৎকে প্রভাবিত করতে হবে।'

এতদুদ্দেশ্যে তিনি চারটি পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছেন। যা নিম্নরূপ :

১. মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা। তাদেরকে যতদূর সম্ভব ছোট ছোট টুকরায় ভাগ করে দেওয়া, যাতে তারা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যায়।

২. মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকে অস্থিতিশীল করে রাখা। আর এর জন্য ঘুস, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য ও অশ্লীলতার প্রসার ও বিস্তার ঘটানো।

৩. দীন ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকে, এমন ইসলামি মূল্যবোধ ও ঈমানি চেতনায় পরিচালিত দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলোকে সুসংগঠিত হতে না দেওয়া।

৪. এমন ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, যা দক্ষিণে গাজা এবং উত্তরে এন্টিয়ক পর্যন্ত পৌঁছবে। আর পূর্ব দিকে তার সীমান্ত থাকবে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত। (ড. ইসমাইল আলি মুহাম্মদকৃত 'আল-গাযউল ফিকরি': ২৯-৩০)

সেই থেকে সুপরিকল্পিতভাবে তারা ছক এঁকে এগোতে থাকে। প্রথমে তারা দীর্ঘ মেয়াদে শক্তি সঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ করে। এরপর ইসলামি দেশ ও অঞ্চলগুলোতে অনৈক্য ও অস্থিতিশীলতার বীজ বোনে। এরপর সেসব স্থানে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইসলামি শাসনব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে। সবশেষে মুসলমানদের উপর পশ্চিমা আইন ও শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে নিজেদের নীলনকশার ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে ফেলে।

অতএব, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান আজ তাদের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক হামলার ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। ঈমান, আকিদা ও আমলের স্পর্শকাতর বিষয়াদিকেও তামাশায় পরিণত করেছে। দীনি চেতনা ও মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কষ্ট ও যাতনার কথা হল, এই চিন্তাযুদ্ধের উপর্যুপরি এবং একতরফা হামলার অভিঘাতেই 'হুজুর মুসলমান' এবং 'অ-হুজুর মুসলমান' আজ দুই মেরুর দুই ভিন্ন সম্প্রদায়, যার অশুভ পরিণামে এই দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণির সন্তানেরা নামমাত্র মুসলমান থাকলেও তাদের তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্ম অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের গণ্ডি থেকেই বের হয়ে যাচ্ছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

কিন্তু আশার কথা হল, ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী আলিমগণ অতীতে যেমন, তেমনি বর্তমানে দীনের হেফাজতের লক্ষ্যে অবস্থানুকূল চেষ্টা-তদবির চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের দিকনির্দেশনায় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও একদল মুখলিস 'দাঈ' মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছেন। এসবের শুভ পরিণামে সাধারণ মুসলিমরা জেগে উঠছেন। দীনি জাগরণের ঢেউ খেলছে তাদের দেহমনে। তারা কুরআন-হাদিস ও ইবাদত-অনুশীলনে মনোযোগী হচ্ছেন। ইসলামের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্যপাঠে আগ্রহী হচ্ছেন। একইসাথে বৈরীপক্ষের স্নায়ুবিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক হামলার গতিপ্রকৃতি ও রূপরেখা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতেও অভিলাষী হয়ে উঠছেন। বস্তুত এগুলোর সবই আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তার সত্যদীন সংরক্ষণের ব্যাপারে কৃত প্রতিশ্রুতির দুর্দমনীয় স্ফুরণ মাত্র।

এখন সকল প্রস্তুতি শেষে ‘চিন্তাযুদ্ধ’ নামে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে নাশাত পাবলিকেশন থেকে। নাশাতের কর্ণধার বন্ধু আহসান ইলিয়াস একজন সুহৃদ সুচিন্তক সুলেখক এবং প্রত্যয়দীপ্ত স্বপ্নবাজ আলেমে দীন। দোয়া করি, তার স্বপ্ন ও সাধনার এই প্রতিষ্ঠানটি ক্রমোন্নতি ধরে রাখুক। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে ফুলে-ফলে ন্যুব্জ হোক। ডালপালা ছড়াতে থাকুক।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের নেক চেষ্টা ও মেহনতগুলো কবুল করুন। আমিন।

অনুবাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي علي رسوله الكريم

বর্তমানে মুসলমানদের তাবৎ ভ্রান্ত গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এক সর্বপ্লাবী এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত আগ্রাসনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই আগ্রাসন মোকাবেলায় বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই বা চিন্তাযুদ্ধ-বিষয়ক শাস্ত্রটি ধর্মীয় এবং বৈষয়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠ্যভুক্ত করা- অধুনা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। কতিপয় শিক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থাপনা পর্ষদ উক্ত প্রয়োজনের কথা উপলব্ধিও করছেন। কিন্তু বাস্তবতা হল, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাডেমিক বইপত্র নিতান্ত অপ্রতুল। এমনকি আমাদের ভাষায় নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। ফলে আলোচ্য প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠেছে। অধিকন্তু, বিষয়টির সাথে বনিবনা আছে, এমন শিক্ষকদের সংখ্যাও নেহায়েত কম। তা ছাড়া ছাত্রদের যখন আলোচ্য বিষয়ে পাঠদান করা হয় তখন উপযুক্ত কোনো পাঠ্যবই সামনে না থাকার দরুন তারা বিপাকে পড়ে যায়। একারণে লেখকের এই চেষ্টা ছিল যে, কাজটি যেন সহজ হতে সহজতর হয়ে ওঠে। এতদুদ্দেশ্যে 'ন্যযরিয়্যাতি জ্যঙ কে উসুল' (চিন্তাযুদ্ধের নীতিমালা) শিরোনামে শাস্ত্রটির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে। বস্তুত, পুস্তিকাটি আলোচ্য বিষয়ে লেখা অসংখ্য বইপত্রের সারনির্যাস। যাতে পাক-ভারত উপমহাদেশের পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যাপারে তুলনামূলক বেশি খেয়াল রাখা হয়েছে।

একবারের জন্য ছাত্রদের মাথায় আলোচ্য বিষয়ে একটা চিত্র এঁকে গেলে পরবর্তীতে পঠন ও অধ্যয়নের মাধ্যমে এক্ষেত্রে তারা সুবৃহৎ পরিসরে বুঝ-জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি পড়াতে গিয়ে মান্যবর শিক্ষকগণ যদি লেখকের ساحات الغزو الفكري এবং ثعابين الغزو الفكري বইদুটি সামনে রাখেন তাহলে ইনশাআল্লাহ! খুব সহজ মনে হবে। এ ছাড়া নির্ঘণ্টে যেসব বইপত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাও অধ্যয়ন করা সম্ভব হলে ছাত্রদের বলা ও বোঝানোর ক্ষেত্রে বিস্তর উদাহরণও পাওয়া যাবে।

ইসলামি ভাবধারা-নির্ভর লব্ধপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বিশেষত সম্পাদকীয় পাতার কলামগুলোও আমাদের নিরীক্ষা ও চিন্তার পরিধি বিস্তারে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

আল্লাহর সকাশে প্রার্থনা, তিনি আমার এই শ্রম যেন ব্যাপকভাবে কবুল করে নেন। দীনি মাদরাসা এবং জাগতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও যেন শাস্ত্রটির পঠন-পাঠনের রীতি প্রসার লাভ করে। এর ফলে চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিমণ্ডলে আমাদের একেকজন ছাত্র ইসলামের অমিততেজা সিপাহি হয়ে উঠুক; এটাই কামনা করি।

ইসমাইল রেহান
২০ শাবান ১৪৩১
৩১ জুলাই ২০১০

সূচিপত্র

চিন্তাযুদ্ধের পরিচয়
চিন্তাযুদ্ধের সাধারণ সংজ্ঞা : ২৩
লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য : ২৩
আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য : ২৩
চিন্তাযুদ্ধশাস্ত্রের সংজ্ঞা : ২৩
চিন্তাযুদ্ধশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় : ২৪
চিন্তাযুদ্ধশাস্ত্রের গুরুত্ব : ২৪
সশস্ত্র লড়াই ও চিন্তাযুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য : ২৪
চিন্তাযুদ্ধের ইতিহাস : ২৫
মুসলমানদের জবাবি কর্মপন্থা : ২৫
খেলাফতে রাশেদার যুগে চিন্তাযুদ্ধ : ২৬
উমাইয়া ও আব্বাসি খেলাফত আমলে : ২৭
চৈন্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হামলাকারীদের ব্যর্থতার কারণসমূহ : ২৮
ক্রুসেডযুদ্ধ : ৩০
ক্রুসেডের সংজ্ঞা : ৩০
যুগে যুগে ক্রুসেড : ৩০
ক্রুসেডযুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য : ৩০
প্রথম ক্রুসেড : ৩১
ইমামুদ্দীন জিনকি : ৩১
নুরুদ্দীন জিনকি এবং দ্বিতীয় ক্রুসেড : ৩১
সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি এবং তৃতীয় ক্রুসেড : ৩২
চতুর্থ ক্রুসেড : ৩২
পঞ্চম ক্রুসেড : ৩২
ষষ্ঠ ক্রুসেড : ৩২
সপ্তম ক্রুসেড এবং সুলতান বাইবার্স : ৩৩
অষ্টম ক্রুসেড : ৩৩
সেন্ট লুইস : ইউরোপে চিন্তাযুদ্ধের প্রতিষ্ঠাতা : ৩৩
প্রথম অধ্যায় : চিন্তাযুদ্ধের ক্ষেত্রসমূহ : ৩৫
প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রাচ্যতত্ত্ব : ৩৭
আভিধানিক অর্থ : ৩৭
প্রাচ্যতত্ত্বের পারিভাষিক অর্থ : ৩৭
প্রাচ্যতত্ত্ববিদ : ৩৭
প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস : ৩৮
উৎস যুগ (প্রথম হিজরি- সাতশ হিজরি) : ৩৮

দ্বিতীয় যুগ (খ্রিষ্টীয় তের শতাব্দী - আঠার শতাব্দী) : ৩৯
তৃতীয় যুগ (১৮০১-১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ) : ৪০
চতুর্থ যুগ (১৯২৫-১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ) : ৪০
পঞ্চম যুগ (১৯৭৩ - বর্তমানকাল) : ৪০
মার্কিন প্রাচ্যতত্ত্ব : ৪১
প্রাচ্যতত্ত্ব চর্চার রূপরেখা : ৪১
প্রাচ্যতাত্ত্বিক তৎপরতা : ৪১
এক. ক্রুসেডীয় তৎপরতা : ৪২
দুই. রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা : ৪২
তিন. প্রতিরক্ষামূলক তৎপরতা : ৪৪
চার. বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতা : ৪৪
পাঁচ. বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা : ৪৪
প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের দুটি বিশেষ লক্ষ্য : ৪৪
১. ইসলামি আকিদা ও শরিয়তের বিলুপ্তি সাধন : ৪৪
২. পাশ্চাত্যজগৎ থেকে ইসলাম ধর্মকে দূরে রাখা : ৪৪
প্রাচ্যতত্ত্বীয় প্রচারমাধ্যম : ৪৫
এক. প্রত্যক্ষ প্রচারমাধ্যম : ৪৫
দুই. পরোক্ষ প্রচারমাধ্যম : ৪৫
প্রাচ্যবিদদের কর্মপদ্ধতি এবং গবেষণার মূল্যমান : ৪৫
প্রাচ্যবিদদের সাফল্যের কারণ : ৪৫
প্রাচ্যতত্ত্বচর্চার আলোচ্য বিষয় : ৪৬
প্রাচ্যতত্ত্বের মোকাবেলা : পথ ও পন্থা ৪৬
কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ : ৪৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - সাম্রাজ্যবাদ : ৪৯
সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারার উৎস : ৪৯
ইসলামি বিশ্বের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা : সূচনাকাল : ৪৯
বাতিলপন্থিদের ব্যর্থতার কারণ : ৫১
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরাজয়ের যুগ : ৫১
পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী উন্মাদনার গোড়ার কথা : ৫১
ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী উৎকর্ষের যুগ : ৫২
প্রথম যুগ : অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বনির্ভরতা অর্জন : ৫৩
দ্বিতীয় যুগ : ইসলামি বিশ্বে অর্থনৈতিক এবং সামরিক অবরোধ প্রতিষ্ঠা : ৫৪
তৃতীয় যুগ : বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে আধিপত্য অর্জন : ৫৫
চতুর্থ যুগ : ইসলামি বিশ্বে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা : ৫৫
পঞ্চম যুগ : ইসলামি খেলাফতের উচ্ছেদ সাধন : ৫৮
পুনঃখেলাফত প্রতিষ্ঠা-চিন্তার উচ্ছেদসাধন : ৬১
ষষ্ঠ যুগ : ইসলামি বিশ্বকে টুকরো টুকরো করার পরিকল্পনা গ্রহণ : ৬২

বিভেদ জিইয়ে রাখার কূটকৌশল : ৬২
সপ্তম যুগ : মুসলিমদুনিয়ার স্বকীয়তা বিলুপ্তকরণ : ৬৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - বিশ্বায়ন : ৬৫
মার্কিন ও ইহুদিবাদী সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রাচ্যতত্ত্ব : ৬৫
বিশ্বায়নের মূল টার্গেট ইসলাম কেন : ৬৫
বিশ্বায়নের চার ক্ষেত্র : ৬৫
রাজনৈতিক বিশ্বায়ন : ৬৫
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : ৬৬
অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন : ৬৭
প্রথম পদক্ষেপ : স্বর্ণের উপর মজুদদারি প্রতিষ্ঠা : ৬৭
দ্বিতীয় পদক্ষেপ : আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান : ৬৭
তৃতীয় পদক্ষেপ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা : ৬৭
চতুর্থ পদক্ষেপ : মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা : ৬৮
অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ : ৬৮
সভ্যতা এবং সংস্কৃতিনির্ভর বিশ্বায়ন : ৬৮
সমাজ-আগ্রাসী বিশ্বায়ন : ৬৯
সমাজ-আগ্রাসী বিশ্বায়ন এবং জাতিসংঘ : ৬৯
জাতিসংঘ কনফারেন্স : ৬৯
কায়রো কনফারেন্স : ৬৯
বেইজিং কনফারেন্স : ৭০
বিশ্বায়নের মোকাবেলায় করণীয় : ৭০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ - ধর্মান্তরকরণ ও মিশনারি তৎপরতা : ৭১
আত-তানসির-এর সংজ্ঞা : ৭১
আত-তানসির-এর ইতিহাস : ৭১
বলপূর্বক খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিত করার আন্দোলন : ৭১
প্রচার ও প্রেরণামুখী খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিত করার আন্দোলন : ৭২
ভারতবর্ষে মিশনারি তৎপরতার ইতিহাস : ৭২
কতিপয় অত্যুৎসাহী খ্রিষ্টধর্মীয় মিশন : ৭৪
খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণের বিভিন্ন স্তর : ৭৯
খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণের উপকরণ : ৭৯
মুসলমানদের তিনটি দুর্বলতা : ৮১
মিশনারিদের বিশেষ লক্ষ্যসমূহ : ৮১
মিশনারিদের প্রতি নির্দেশনা এবং তাদের প্রশিক্ষণ সিলেবাস : ৮১
মিশনারিদের মোকাবেলায় আমাদের করণীয় : ৮২
চিন্তাযুদ্ধ আন্দোলন : ৮৪
সেকুলারিজম :
সেকুলারিজমের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য : ৮৪

সেকুলারিজমের তিনটি মারণঘাতী অস্ত্র : ৮৫
মডার্নিজম বা আধুনিকতাবাদ : ৮৫
চিন্তাযুদ্ধে বিরোধীপক্ষের উপায়-উপকরণ : ৮৫
১. শিক্ষাব্যবস্থা : ৮৬
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কিছু গর্হিত দিক : ৮৬
শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণপ্রতিষ্ঠা : ৮৭
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ফল : ৮৭
২. মিডিয়া : ৮৭
দুই প্রকার মানুষ এবং মিডিয়ার সংশয় ও রিপুতাড়নার জাল : ৮৮
ইহুদি লবি এবং মিডিয়া : ৮৮
৩. জ্ঞান ও তথ্যোপকরণ : ৮৮
৪. রাজনৈতিক অঙ্গন : ৮৯
৫. আইনব্যবস্থা : ৮৯
৬. জীবিকা ও বাণিজ্য : ৯০
৭. জনকল্যাণমূলক সেবাসংস্থা : ৯০
৮. আধুনিকমনা ইসলামি চিন্তাবিদ : ৯০
৯. বিনোদনশিল্প : ৯১
১০. সাহিত্য : ৯১
১১. আমোদফুর্তি ও খেলাধুলা : ৯১
১২. সাংস্কৃতিক হিরো : ৯১
১৩. আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতি : ৯১
১৪. স্বদেশ ও জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা : ৯১
১৫. যোগ্য নেতৃত্ব হতে ফিরিয়ে রাখা : ৯১
১৬. নারী স্বাধীনতা : ৯২
নারী স্বাধীনতা বাস্তবায়নের নীলনকশা : ৯২
হুদা শারাবি : ৯৩
পর্দাহীনতার পাঁচ পর্ব : ৯৩
পর্দাহীনতার ক্ষতি : ৯৪
পশ্চিমা নারীদের শেষ অর্জন : ৯৪
প্রতিকারের রূপরেখা : ৯৫
আমাদের দুর্বলতা : ৯৫
আমাদের শক্তি : ৯৬
শত্রুদের দুর্বল দিক : ৯৬
কর্মপদ্ধতি : ৯৬
আমাদের লক্ষ্য নির্ণয় : ৯৬
কর্মীদের আবশ্যক গুণাবলি : ৯৭
কাদের উপর কাজ করতে হবে? : ৯৭

আমাদের কর্মক্ষেত্র : ৯৮
আমাদের প্রতিরোধ-সরঞ্জাম কী হওয়া উচিত? : ৯৮
আমাদের শক্তিসঞ্চয়ের অবলম্বন (আমাদের ঘাঁটিসমূহ) : ৯৮
দ্বিতীয় অধ্যায় : বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ
হিন্দুধর্মমত : ১০১
হিন্দুধর্মের পরিচয় : ১০১
হিন্দুধর্মে ঈশ্বরধারণা : ১০২
মৌলিক বিশ্বাস : ১০২
১. ঈশ্বরে বিশ্বাস : ১০৩
হিন্দুদের প্রধান দেবতা : ১০৩
২. বেদসমূহে বিশ্বাস : ১০৩
বেদ : ১০৪
পুরাণ : ১০৪
মহাভারত : ১০৪
ভগবদগীতা : ১০৪
রামায়ণ : ১০৪
গ্রন্থগুলোর নির্ভরযোগ্যতা : ১০৪
৩. পুনর্জন্ম বা জন্মান্তর্বাদ : ১০৫
উৎসব ও পূজা-পার্বণ : ১০৫
দেওয়ালি, দীপাবলি ও লক্ষ্মীপূজা : ১০৬
হোলি : ১০৬
বাসন্তী উৎসব : ১০৬
সতীদাহ : ১০৭
ভেট বা বলি : ১০৭
হিন্দুধর্মের ইতিহাস : ১০৮
বর্ণবৈষম্য : ১০৮
মনু সংহিতা : ১০৯
হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতীকসমূহ : ১১০
হিন্দুধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব : ১১০
হিন্দুত্ববাদী মিডিয়ার আগ্রাসন : ১১১
ইসলাম ত্যাগের ফেতনা : ১১১
বৌদ্ধমত : ১১৩
বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী : ১১৩
বৌদ্ধধর্মীয় সম্প্রদায় : ১১৩
হীনযানী সম্প্রদায় : ১১৩
মহাযানী সম্প্রদায় : ১১৪
ইহুদিবাদ এবং ইহুদি সম্প্রদায় : ১১৫

ইহুদি শব্দের সংজ্ঞা : ১১৫
ইহুদিদের আকিদা-বিশ্বাস : ১১৫
ইহুদিদের মৌলিক ইবাদত ও আমল : ১১৫
ইহুদিজাতির ইতিহাস ১১৬
হজরত মুসা-পরবর্তী যুগ : ১১৬
বিচারকমণ্ডলীর যুগ : ১১৬
শাসকমণ্ডলীর যুগ : ১১৭
শাসন-বিভক্তির যুগ : ১১৭
বাবেলের বন্দিগণ : ১১৭
মুক্তিলাভের যুগ : ১১৮
গ্রিস এবং রোমের অধীনতা : ১১৯
লাঞ্ছনা এবং হীনম্মন্যতার যুগ : ১২০
ইহুদিজাতি : ইসলামের সূচনাপর্ব থেকে বর্তমানকাল : ১২০
বর্তমান ইহুদিদের বংশপরিচয় : ১২১
ইহুদিধর্মের উৎস : ১২২
এক. তাওরাত : ১২২
তাওরাতে আল্লাহ-সংক্রান্ত আকিদা : ১২২
তাওরাতে নবীদের ব্যাপারে আকিদা : ১২২
তাওরাতে আখিরাত বিষয়ক আকিদা : ১২৩
দুই. তালমুদ : ১২৩
তালমুদ হতে কতিপয় উদ্ধৃতি : ১২৪
অপরাপর জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে আকিদা : ১২৪
বিশ্ববিজয় সম্পর্কে আকিদা : ১২৪
খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে আকিদা : ১২৪
তিন. কাব্বালা : ২২৫
কাব্বালার উদ্দেশ্যাবলি : ২২৫
প্রটোকলস : ১২৬
কী আছে এই প্রটোকলে : ১২৬
ইহুদি সংগঠন ও আন্দোলন : ১২৭
এক. টেম্পলারস : ১২৭
দুই. ফ্রিম্যাসনরি : ১২৮
এক. জায়ানবাদের সংরক্ষণ এবং বিজয় : ১২৯
দুই. অপরাপর ধর্মের বিরোধিতা : ১২৯
তিন. ধর্মহীনতা ধর্মদ্রোহিতা এবং নৈরাজ্যের ব্যাপক প্রচার : ১২৯
ফ্রিম্যাসনরির ইতিহাস : ১২৯
ফ্রিম্যাসনরিতে যোগদানের হেতু : ১৩১
তিন. ইলুমিনাতি সংগঠন : ১৩১

ইহুদি আন্দোলনসমূহ : ১৩২
১. ইহুদিবাদ : ১৩২
২. ইলিয়া আন্দোলন : ১৩৫
প্রকাশ্য সংগঠনসমূহ : ১৩৯
১. বিনি বার্থ সোসাইটি : ১৩৯
২. লায়ন্স ক্লাব : ১৩৯
৩. রোটারি ইন্টারন্যাশনাল : ১৩৯
জায়ানবাদী ক্ষমতাবিস্তারের আন্তর্জাতিক সংগঠন : ১৩৯
১. জাতিপুঞ্জ : ১৩৯
২. জাতিসঙ্ঘ : ১৪০
খ্রিষ্টবাদ : ১৪১
খ্রিষ্টবাদের পরিচয় : ১৪১
খ্রিষ্টবাদের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস : ১৪১
এক. ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস : ১৪১
দুই. যিশুর ঈশ্বরপুত্র হওয়ার আকিদা : ১৪২
তিন. 'দেহান্তরবাদ' তথা ঈশ্বর কর্তৃক মানবদেহে অনুপ্রবেশের বিশ্বাস : ১৪২
চার. যিশুর শূলীতে দণ্ডিত হওয়ার বিশ্বাস : ১৪২
পাঁচ. যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস : ১৪২
ছয়. কাফফারায় বিশ্বাস : ১৪২
খ্রিষ্টধর্মের দালিলিক উৎস : ১৪৩
এক. ওল্ড টেস্টামেন্ট (পুরাতন নিয়ম) : ১৪৩
দুই. নিউ টেস্টামেন্ট (নতুন নিয়ম) : ১৪৩
বর্তমান ইনজিল চতুষ্টয়ের মানগত মর্যাদা : ১৪৪
খ্রিষ্টধর্মীয় উপাসনা ও প্রথা-পার্বণ : ১৪৬
প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের ভিত্তি : ১৪৭
খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাস : ১৫০
খ্রিষ্টীয় ইতিহাসের তিন যুগ : ১৫১
অন্ধকার যুগের প্রথমার্ধ : ১৫২
অন্ধকার যুগের দ্বিতীয়ার্ধ : ১৫৩
জন হাস এবং জেরোমের সংস্কারমূলক তৎপরতা : ১৫৩
খ্রিষ্টধর্মের সংস্কার আন্দোলন : ১৫৩
যুক্তি-প্রবণতার যুগ : ১৫৪
প্রগতিবাদ : ১৫৫
প্রতি-সংস্কার আন্দোলন : ১৫৫
জেসুয়েট সোসাইটি আন্দোলন : ১৫৬
প্রাচীন ধর্মমত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন : ১৫৬
একুশ শতকে খ্রিষ্টীয় চার্চ : ১৫৬

সমকালীন মতবাদসমূহ : ১৫৭
বস্তুবাদী দর্শনের হামলা : ১৫৭
দর্শনের পরিচয় : ১৫৭
দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস : ১৫৭
১. গ্রিক যুগ : ১৫৮
দার্শনিকদের বিভ্রান্তি : ১৫৯
২. রোমান যুগ : ১৬০
৩. মধ্যযুগ : খ্রিষ্টধর্মের উত্তরণকাল : ১৬০
৪. বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ আন্দোলন বা জাগরণের দ্বিতীয় যুগ : ১৬০
৫. যুক্তিপ্রবণতার যুগ : ১৬১
৬. শিল্পবিপ্লবের যুগ : ১৬২
৭. কপট বিশ্বাস এবং নানাবিধ অলীক মতাদর্শের যুগ : ১৬২
৮. ইসলামের পুনর্জাগরণ : একবিংশ শতাব্দী : ১৬৩
পাশ্চাত্য-সৃষ্ট বিকল্প জীবন-ব্যবস্থা : ১৬৪
এক. মানববাদ : ১৬৪
দুই. আলোকায়ন আন্দোলন : ১৬৪
তিন. রোমান্টিকতাবাদ : ১৬৫
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেকুলারিজম : ১৬৬
উদারনীতিবাদ/লিবারেলিজম) : ১৬৬
সম্ভোগবাদ/কমিউনিটারিয়ানিজম : ১৬৬
দেশনির্ভর জাতীয়তাবাদ : ১৬৮
বংশনির্ভর জাতীয়তাবাদ : ১৬৮
সমাজতন্ত্র/সোশালিজম : ১৬৮
পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র : ১৬৮
পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজম : ১৬৮
সমাজতন্ত্র বা সোশালিজম : ১৬৯
সমাজতন্ত্রের পরিচয় : ১৬৯
সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক : ১৬৯
সোশালিজম এবং কমিউনিজমের মধ্যে পার্থক্য : ১৭০
সোশালিজমের প্রদর্শনীমূলক এবং প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য : ১৭০
ইসলামি সোশালিজম : ১৭১
সারকথা : ১৭১